RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - VI , Paper - I, Group - A
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya.

Analysis of North Indian Musical Forms
Comperative study

৪) ঠুমরী

১) আবিস্কার

ঠুংরী গান হিন্দুস্থানের এক প্রকার মধুর ও লোকপ্রিয় গান। এই রীতির আবিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। লক্ষ্ণৌর নবাবদের দরবারে এই গানের প্রথম প্রকাশ। অনেকের মতে পাঞ্জাবের নবী গোলাম রসুলের ঘরানার গায়কেরা এই গান সৃষ্টি করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে লক্ষ্ণৌর নবাব ওআজেদ আলি শাহর সাধনা ও প্রচেষ্টায় ঠুংরী উচ্চাঙ্গ রীতিতে উন্নীত হয়। তারপর সনদ ও কদর নামে দুইজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এই গানকে নানা ভাবে বিস্তৃত করেন।

২) প্রকৃতি

ঠুংরীগানের শব্দ রচনা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং এর বিষয়বস্তু হল ঐকান্তিক প্রেম সম্বন্ধীয়। এর প্রকৃতি অত্যন্ত হাল্কা এবং মধুর। এই রীতি লঘু চালের গান। এতে নায়িকার ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। সাধারনত হাল্কা ও মধুর প্রকৃতির

রাগের মিশ্রণে এই গানের সৃষ্টি। তাই সাধারণ মানুষ এই গানে বেশ আকৃষ্ট হন।

৩) গানের ভাষা

অধিকাংশ ঠুংরী গান হিন্দী, উর্দ্দু ও ব্রজভাষায় রচিত।

৪) গানের ভাগ

এতে স্থায়ী ও অন্তরা এই দুটি মাত্র অবয়ব থাকে।

৫) রাগের ব্যবহার

সাধারণত খাম্বাজ, কাফী, পীলু, বারোয়া, ভৈরবী, দেশ, ভীমপলশ্রী, ঝিঁঝিঁট ইত্যাদি রাগে ঠুমরী গাওয়া হয়ে থাকে।

৬) তালের ব্যবহার

সাধারণত আদ্ধা, যৎ, কাওয়ালী, পাঞ্জাবী ত্রিতাল, দীপচন্ডী প্রভৃতি তালে ঠুমরী গাওয়া হয়ে থাকে। বাংলায় ‘ঠুংরী’ নামে একটি তালে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে।

৭) গায়ন রীতি

এতে ছোট ছোট বন্দিশের তান তান দেওয়া হয়। এই গানে অনেক সময় রাগের উপর লক্ষ্য রাখা হয় না। সাধারনত হাল্কা ও মধুর প্রকৃতির রাগের মিশ্রণে এই গানের সৃষ্টি। তাই সাধারণ মানুষ এই গানে বেশ আকৃষ্ট হন। কোন কোন গুণী রাগের শুদ্ধতা বজায় রেখে ঠুংরী পরিবেশন করে থাকেন।

ঠুংরী গানে মুর্কী, খটকা, অলঙ্কার, ছোট ছোট তান, বোলতান, বোলআলাপ প্রভৃতির ব্যবহার দ্বারা গানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হয়। এই গানে খেয়ালের মতন বড় বড় তান বা ধ্রপদের মতন গমকের ব্যবহার হয় না। কিন্তু এতে হাল্কা প্রকৃতির এমন কতকগুলি মধুর এবং সুক্ষ্ম সুরের কাজ করা হয় যা খেয়ালে দৃষ্ট হয় না। এই গানের মাধুর্য্য এবং পরিবেশনের বৈশিষ্ট্যর জন্য জনসমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত। ভালো খেয়াল গায়ক ব্যতীত অন্যের পক্ষে উত্তমরূপে ঠুংরী গাওয়া অসম্ভব। সাধারনত মহিলারাই এ গান গেয়ে থাকেন।

৮) ঘরাণা

উনবিংশ শতাব্দীতে ধ্রুপদ ও খেয়ালের ঘরাণার মতো ঠুমরী গানেরও বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতি গড়ে ওঠে। যেমন - বেনারসী ঠুমরী, লক্ষ্ণৌ ঠুমরী, পাঞ্জাবী ঠুমরী প্রভৃতি। মৈজুদ্দীন খাঁ কে বেনারসী ঠুমরীর প্রধান প্রচারক বলা হয়ে থাকে। এই ঘরাণার ঠুমরী খেয়াল অঙ্গে গাওয়া হয়।। এর গতি অপেক্ষাকৃত ধীর এবং প্রকৃতি গম্ভীর। এতে চাপল্যের অবকাশ নেই। লক্ষ্ণৌ ঠুমরীর প্রবর্তক হলেন নবাব ওআজেদ আলী শাহ। এই ঘরাণার ঠুমরীর গতি কিছুটা চঞ্চল। নানা রকমের আলঙ্কারিক প্রয়োগ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাবী ঠুমরী লক্ষ্ণৌ ঠুমরীর মতই। এতে গ্রাম্যগীতের প্রভাব বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

৫) তারানা

১) আবিস্কার

১৪শ শতাব্দীতে দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীন খলজীর সভাগায়ক আমীর খসরু তারানা রীতি আবিস্কার করেন। তিনি কতকগুলি অর্থহীন শব্দ প্রয়োগ করে ভারতীয় রাগসঙ্গীত গাইতেন এবং এভাবেই তারানার গায়কীর সৃষ্টি হয়।

২) প্রকৃতি

এই গীতরীতি তুলনামুলক চটুল এবং রসাত্মক। তারানাতে রাগ ও লয়ের আনন্দই বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়।

৩) গানের ভাষা

এতে গীতের কোন বন্দিস হয় না। ভাষার পরিবর্তে দীম, তাদীম, তানা, দেরেনা, তোম, নানা, তেরেনা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়। কোন কোন তারানাতে মৃদঙ্গের বোল বা তবলার বোল বা ফার্সি ভাষায় দু'একটি শের মিলিয়ে গাওয়া হয়।

৪) গানের ভাগ

এতে স্থায়ী ও আন্তরা দুটি ভাগ থাকে।

৫) রাগের ব্যবহার

প্রায় সকল রাগ-রাগিনীতেই তারানা গাওয়া হয়ে থাকে।

৬) তালের ব্যবহার

দ্রুত লয়ে তবলায় বাদিত প্রায় সকল তালেই তারানা গাওয়া হয়ে থাকে।

৭) গায়ন রীতি

তারানা দ্রুত খেয়ালের মত গাওয়া হয়। খেয়াল গানে 'আ' কারের সাহায্যে বা গানের কথার সাহায্যে রাগের বিস্তার করা হয় কিন্তু তারানাতে দীম, তাদীম,

তানা, দেরেনা, তোম, নানা, তেরেনা, তানানানা ইত্যাদি অর্থহীন শব্দের সাহায্যে রাগের বিস্তার করা হয়। প্রায় সকল রাগ ও তালে তারানা গাওয়া হয়। দ্রুত খেয়ালের মতন দ্রুত তানের প্রয়োগ এতে হয়। অধিকাংশ খেয়াল গায়কই দ্রুত খেয়ালের পর দ্রুত লয়ে তারানা গান করেন। বাহাদুর হুসেন খাঁ, তানরস খাঁ, এবং নাত্থু খাঁ রচিত বহু তারানা বর্তমানে বহু গায়ক গেয়ে থাকেন।

৮) ঘরাণা

তারানার ক্ষেত্রে আলাদা করে কোন বিশেষ ঘরাণা নেই। সকল ঘরাণার খেয়াল গায়কগণ সাধারনত খেয়াল পরিবেশন করারপর তারানা গেয়ে শ্রোতার মনোরঞ্জন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে ঘরাণা ভেদে তারানা গায়নের কোন বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

**End of Section A.

Section C will start from next set.